উন্নয়নে যুব সমাজ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

উন্নয়নে যুব সমাজ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত যুব উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

উন্নয়নে যুব সমাজ

উপদেশক
মোঃ আবদুল করিম
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ মশিয়ার রহমান

সম্পাদনা পর্ষদ
দীপেন কুমার সাহা
মোঃ ফজলে হোসাইন
আলাল আহমেদ
সাজ্জাদ হোসেন
সুহাস শংকর চৌধুরী
শারমিন মৃধা
সাবরীনা সুলতানা

প্রকাশক
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকাশকাল
মার্চ ২০১৯

ছবি
পিকেএসএফ আর্কাইভ

অলংকরণ ও মুদ্রণ
কমিউনিকেটর
২৩৫, পশ্চিম আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

সূচি

বাণী ০৪

মুখবন্ধ ০৬

প্রাক-কথন ০৮

সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও উন্নয়নে যুব সমাজ ১০

'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমের নীতিমালা ১৮

আলোকচিত্রে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম ২৫

সমৃদ্ধি ইউনিয়ন ও সহযোগী সংস্থাসমূহ ৫০

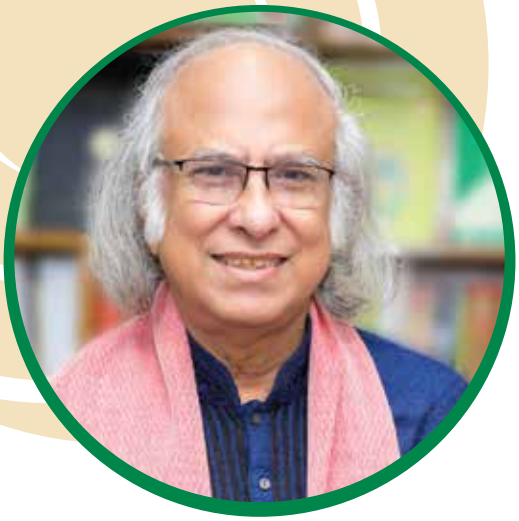

বাণী

বাংলাদেশ এখন সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায়। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের এই উত্তরণ সহজ ছিল না। রয়েছে এক বন্ধুর পথ পাড়ি দেয়ার ইতিহাস। রূপকল্প ২০২১-এর আলোকে নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন এই অগ্রগতির মূলমন্ত্র হিসেবে কাজ করছে ২০০৮ পরবর্তী সময়ে। অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে এবং সংশ্লিষ্ট সকল নাগরিকের শ্রমে এই অর্জন সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের এই উন্নতিকে এখন সুসংহত ও ত্বরান্বিত করতে হবে। এই লক্ষ্যে সব প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে সেগুলোর সমাধান করা জরুরি। এই কাজগুলি করার অঙ্গীকার আওয়ামী লীগের ২০১৮ নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা করা হয়েছে। অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ করণীয় চিহ্নিতও করা হয়েছে।

সরকারের সহযোগী হিসাবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসমূহকে ত্বরান্বিত করতে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্য নিয়ে 'লাভের জন্য নয়' প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯০ সালে সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর যাত্রা শুরু। অনেকদিন মূলত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অর্থায়ন করলেও আমি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থা (এনজিও)-দের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কারিগরি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ বিভিন্ন অ-আর্থিক এবং উপযুক্ত অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

দারিদ্র্য বহুমাত্রিক। সে কারণে শুধুমাত্র সামান্য কিছু ঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করা সম্ভব নয়। প্রকৃত অর্থে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ দরিদ্র মানুষের জীবন-জীবিকা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অ-আর্থিক অনুষঙ্গ এবং উপযুক্ত ঋণ নিয়ে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই কাজটি পিকেএসএফ এখন করছে।

পিকেএসএফ ২০১০ সাল থেকে তৃণমূল পর্যায়ে মূলত দরিদ্র পরিবারসমূহকে লক্ষ্যভুক্ত করে সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের জন্য **'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)'** শীর্ষক বহুমাত্রিক একটি সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম", স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে অঙ্গীকারকৃত বৈষম্য দূরীকরণ এবং সবার মানবাধিকার ও মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১-এ বিধৃত মানবকেন্দ্রিক অসাম্প্রদায়িক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণা এই কর্মসূচিতে প্রতিফলিত হয়েছে। টেকসই দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের এই কর্মসূচি বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার ১৬৭টি উপজেলার ২০২টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় ২০২টি ইউনিয়নের প্রায় ১২.৫২ লক্ষ খানার ৫৬.৩৪ লক্ষ

> এই কর্মসূচির আওতায় ২০২টি ইউনিয়নের প্রায় ১২.৫২ লক্ষ খানার ৫৬.৩৪ লক্ষ সদস্যকে আর্থিক ও অ-আর্থিক নানাবিধ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এই ইউনিয়নসমূহেই আরো ১৪/১৫ লক্ষ অপেক্ষাকৃত অগ্রগামী পরিবারও এই কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবার অন্তর্ভুক্ত

সদস্যকে আর্থিক ও অ-আর্থিক নানাবিধ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এই ইউনিয়নসমূহেই আরো ১৪/১৫ লক্ষ অপেক্ষাকৃত অগ্রগামী পরিবারও এই কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবার অন্তর্ভুক্ত। সম্প্রতি আরো একটি ইউনিয়ন যুক্ত হয়েছে; সেখানে প্রাথমিক কাজ আরম্ভ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে আমরা এখন একটি বিশেষ সময় পার করছি। বর্তমানে আমাদের দেশে জন্ম হার নিয়ন্ত্রণে সফলতার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে, অন্যদিকে মৃত্যুহার কমে যাওয়ার ফলে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। সাধারণত ১৫-৫৯ বছরের মানুষকে মূলত কর্মক্ষম মানুষ হিসাবে ধরা হয়। বর্তমান পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে কর্মক্ষম জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৬৮ শতাংশ। তরুণ কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা এখন অধিক থাকায় যে জনমিতিক সুযোগ রয়েছে তা গ্রহণে আরো তৎপরতার প্রয়োজন হবে।

এই সুযোগটি আগামী ৩০-৩৫ বছর পর্যন্ত থাকবে বলে জনমিতিক বিবেচনায় জানা যায়। দেশকে আরো এগিয়ে নেয়ার বড় দায়িত্ব এই তরুণ প্রজন্মের ওপর ন্যস্ত। অপরদিকে তাদের সক্ষমতা বাড়ানো এবং তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টির দায়িত্ব এখন যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে চালকের আসনে আছেন তাদের ওপর। তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগাতে হবেই। এক্ষেত্রে গাফিলতি দেশের অগ্রগতি ব্যাহত করবে তাতে সন্দেহ নেই।

এই প্রেক্ষাপটে, **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের যুব নারী ও পুরুষের নৈতিকতার উন্নয়ন, নেতৃত্ব-বিকাশ ও টেকসই-কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 'উন্নয়নে যুব সমাজ' শীর্ষক একটি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিভুক্ত প্রতিটি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে 'উন্নয়নে যুব সমাজ' দল গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার সমৃদ্ধিভুক্ত ২০২টি ইউনিয়নে প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার যুব নারী ও পুরুষ এই কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছে। এছাড়া ৬,৪০০ জন যুব সমাজের সদস্য **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমে শিক্ষক হিসেবে এবং আরো ২,৫০০ জন স্বাস্থ্য সহায়তা কার্যক্রমে স্বাস্থ্য-পরিদর্শক হিসেবে কাজে নিয়োজিত থেকে সমাজ ও জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নানাবিধ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে এ সকল যুব নারী ও পুরুষদের স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গঠনের কাজে উদ্যোগী করা হচ্ছে।

পিকেএসএফ-এর নিজস্ব অর্থায়ন ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে পরিচালিত **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি একটি দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম যা বহুমাত্রিক সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জনগণের টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সমৃদ্ধির আওতাধীন 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমের আওতায় যুব নারী ও পুরুষদের সংগঠিত ও প্রশিক্ষিত করার মাধ্যমে জনমিতিক সুযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে এই কর্মসূচি জোরদারভাবে কাজ করে যাবে বলে আমার প্রত্যাশা।

আমি এই কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ

মুখবন্ধ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) দেশের পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত একটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠালগ্নে পিকেএসএফ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম নিয়ে যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীকালে পিকেএসএফ-এর মাননীয় চেয়ারম্যান হিসেবে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর নেতৃত্বে পিকেএসএফ-এর সংঘবিধি ও সংঘ স্মারকের আলোকে কর্ম-পরিধির বৈচিত্র্যায়ন ঘটে। তিনি মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন দর্শনের আলোকে সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির ধারণা প্রদান করেন যা **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি নামে পরিচিত। ২০১০ সালে যাত্রা শুরু করে বর্তমানে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি দেশের ৬৪টি জেলার ২০২টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মানবকেন্দ্রিক এই কর্মসূচির আওতায় মানুষকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা সহায়তা, কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন, সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরি, ভিক্ষুক পুনর্বাসনসহ বৈচিত্র্যময় নানাবিধ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ব্যতিক্রমী এই উন্নয়ন মডেলে অন্যতম সংযোজন হচ্ছে 'উন্নয়নে যুব সমাজ' শীর্ষক যুব উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম।

বাংলাদেশ সরকারের 'জাতীয় যুব নীতিমালা-২০১৭' অনুসারে সমৃদ্ধির যুব উন্নয়ন কার্যক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা 'দারিদ্র্যমুক্ত, মানব সক্ষমতায় সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ আত্মমর্যাদাশীল যুব সমাজ গঠন' ভিশন হিসাবে গ্রহণ করেছি। এছাড়া দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়ন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ, জাতীয় সংস্কৃতি লালন, আত্মবিকাশ, সততার প্রতি অঙ্গীকারবোধ, স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে নেতৃত্বগুণের বিকাশ সাধন, সকল ধর্ম, বর্ণ ও জাতিসত্তার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়কে এই কর্মসূচির মূল্যবোধ হিসাবে গ্রহণ করেছি।

সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ২০২টি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে 'উন্নয়নে যুব সমাজ'-এর গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশের ৬৪টি জেলার সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নের এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার যুব এই কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছেন। এই সকল যুবদের সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব ও নৈতিক শক্তির বিকাশের লক্ষ্যে 'যুব সমাজের আত্ম-উপলব্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয় নির্ধারণ' শীর্ষক দুই দিনের একটি সম্পূর্ণ ভিডিওভিত্তিক ডিজিটাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা

আমরা 'দারিদ্র্যমুক্ত, মানব সক্ষমতায় সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ আত্মমর্যাদাশীল যুবসমাজ গঠন' ভিশন হিসাবে গ্রহণ করেছি। এছাড়া দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়ন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ, জাতীয় সংস্কৃতির লালন, আত্মবিকাশ, সততার প্রতি অঙ্গীকারবোধ, স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে নেতৃত্বগুণের বিকাশ সাধন, সকল ধর্ম, বর্ণ ও জাতিসত্তার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়কে এই কর্মসূচির মূল্যবোধ হিসাবে গ্রহণ করেছি

হচ্ছে। প্রশিক্ষণটির প্রভাবে অনেক ইউনিয়নে যুবগণ বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম, যেমন রাস্তাঘাট মেরামত করা, গাছে পাখির বাসা তৈরির জন্য হাঁড়ি বেঁধে দেয়া, বাল্যবিবাহ রোধ, মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি কাজে সম্পৃক্ত হয়েছেন। নেতৃত্ব ও নৈতিকতার প্রশিক্ষণের পাশাপাশি এই কার্যক্রমে সম্পৃক্ত বেকার যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণও প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া এই কার্যক্রমের আওতায় যুবদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে।

পরিশেষে, যুবদের করণীয় বিষয়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় বলতে চাই, 'খোদা হাত দিয়াছেন বেহেশত ও বেহেশতি চিজ অর্জন করিয়া লইবার জন্য, ভিখারির মতো হাত তুলিয়া ভিক্ষা করিবার জন্য নয়।' জাতীয় কবির এই কথাটি যেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর ভিখারিকে ভিক্ষা না দিয়ে কর্ম করে উপার্জনের জন্য কুঠার কিনে দেবার শিক্ষারই প্রতিফলন।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমের এই পর্যন্ত অর্জিত সাফল্য তুলে ধরার লক্ষ্যে *'উন্নয়নে যুব সমাজ'* শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। আমি **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি এবং এর আওতাধীন 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমের অব্যাহত সাফল্য কামনা করছি। এই কার্যক্রমে সম্পৃক্ত যুবগণ একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন, এটিই আমাদের প্রত্যাশা।

মোঃ আবদুল করিম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

প্রাক-কথন

পিকেএসএফ-এর মাননীয় চেয়ারম্যান প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ মহোদয়ের চিন্তা-চেতনাপ্রসূত মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন দর্শনের সমন্বিত কর্মসূচি **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি ২০১০ সালে ২১টি ইউনিয়নে শুরু হয়ে বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার ২০২টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা সহায়তা, কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন, সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরি, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, যুব উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের সুফল বর্তমানে দৃশ্যমান এবং বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হচ্ছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির রূপকার মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের উন্নয়ন দর্শনের মূলে রয়েছে মানুষ। শুধুমাত্র শিক্ষা বা স্বাস্থ্য অথবা অন্য কিছু নিয়ে খণ্ডিতভাবে কাজ করলে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। উন্নয়ন হতে হবে মানবকেন্দ্রিক এবং মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তরের চাহিদা মোকাবেলার জন্য তা হতে হবে সমন্বিত। মানব জীবনের প্রতিটি স্তরের প্রতিটি চাহিদা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে পিকেএসএফ-এর **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি। **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিতে একটি মানুষের জন্মগ্রহণ অর্থাৎ মাতৃ-গর্ভ থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিতে 'উন্নয়নে যুব সমাজ' নামে যুবদের জন্য একটি বিশেষায়িত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের অবিসংবাদিত নায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চের সেই ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম"। আমাদের মহান নেতা যে মুক্তির ডাক দিয়েছিলেন সেটি তো শুধু পরাধীনতা থেকে মুক্তি নয়, তা ছিল ক্ষুধা-দারিদ্র্য ও বৈষম্য থেকে মুক্তি। সে মুক্তি অর্জনে অতীতের মতো আজও এগিয়ে আসতে হবে আমাদের যুব সমাজের। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয়-দফা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও নব্বইয়ের গণ-আন্দোলনে প্রতিটি ঘটনায় এই দেশের যুবদের ভূমিকা চির স্মরণীয়। প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে এই দেশের যুব সমাজের অবদান বিশ্বের অপরাপর জাতির জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। আমাদের বিশ্বাস সঠিক দিক-নির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পেলে ক্ষুধা-দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামেও এই দেশের যুব সমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। আর সে কাজটিই করে যাচ্ছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমের মাধ্যমে।

জীবনে সফল হতে হলে যুবদের আত্ম-বিশ্বাসী ও আত্ম-প্রত্যয়ী হওয়ার বিকল্প নেই। 'বিশ্বায়নের এই যুগে

> চাকরি করি বা ব্যবসা করি আমাদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা অর্জনের বিকল্প নেই। বিকল্প নেই আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের। কাঙ্ক্ষিত সক্ষমতা অর্জনের জন্য আমাদের হতে হবে পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী। জীবন সম্পর্কে আমাদের থাকতে হবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, তবেই আমরা সফল হতে পারবো

সারা দুনিয়ায় চাকরি আছে, কিন্তু যৌক্তিক প্রশ্নটি হলো, সেই চাকরি পাওয়ার জন্য যোগ্যতায় আমাদের অভাব রয়েছে কি না? চাকরি করি বা ব্যবসা করি আমাদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা অর্জনের বিকল্প নেই। বিকল্প নেই আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের। কাঙ্ক্ষিত সক্ষমতা অর্জনের জন্য আমাদের হতে হবে পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী। জীবন সম্পর্কে আমাদের থাকতে হবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, তবেই আমরা সফল হতে পারবো। জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য আমাদেরকে সুস্থ ও শুদ্ধ সংস্কৃতির সাথে পথ চলতে হবে। মেয়েদের উত্যক্তকরণ, বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও মাদক ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধিমুক্ত হয়ে আমাদেরকে দেশ বিনির্মাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় যুবদেরকে নেতৃত্ব ও নৈতিক শক্তির বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। যুবদের সামজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব ও নৈতিক শক্তির বিকাশের লক্ষ্যে 'যুব সমাজের আত্মউপলব্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয় নির্ধারণ' শীর্ষক ২ দিনের একটি সম্পূর্ণ ভিডিওভিত্তিক ডিজিটাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রায় ১ লক্ষ যুব সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণটি মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছে, যা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় এবং বিষয়টি স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকার বিভিন্ন প্রতিবেদনেও প্রতিফলিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণটির প্রভাবে ইতোমধ্যে অনেক ইউনিয়নে যুবগণ সামাজিক কার্যক্রম যেমন- রাস্তাঘাট মেরামত করা, গাছে পাখির বাসা তৈরির জন্য হাঁড়ি বেঁধে দেওয়া, ইউনিয়নের সকল রাস্তায় নানা ধরনের বৃক্ষরোপণ, বাল্যবিবাহ রোধ ইত্যাদি কাজে সম্পৃক্ত হয়েছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দুই ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। যথা- (ক) অল্প শিক্ষিত যুবদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবলে পরিণত করে স্ব-কর্মসংস্থান বা মজুরিভিত্তিক কর্মে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা ও (খ) বিভিন্ন চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষিত যুবদেরকে উপযুক্ত পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করা। এছাড়াও সুস্থ ও শুদ্ধ সংস্কৃতির চর্চায় যুবদের জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যুবদের মেধা ও মননশীলতা বিকাশে সহায়ক হিসাবে প্রতিটি সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নে একটি করে পাঠাগার গড়ে তোলা হচ্ছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য যুবদের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা হচ্ছে। সামাজিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টির চর্চা হিসাবে যুবদের উদ্বুদ্ধ করে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির রূপকার পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের দূরদর্শী দিক-নির্দেশনা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমটি সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমটিতে সম্পৃক্ত সহযোগী সংস্থা, স্থানীয় জনগণ ও সর্বোপরি যুবদের মাঝে ব্যাপক প্রাণ-চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এই সকল যুবদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে পুঁজি করে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও দিক-নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রম একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের প্রত্যাশা। এছাড়া এই কার্যক্রমে সম্পৃক্ত যুবদের সাথে নিয়ে ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে দৃপ্ত পদে এগিয়ে যেতে আমরা বদ্ধপরিকর।

ড. মোঃ জসীম উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও উন্নয়নে যুব সমাজ

সরকারের সহযোগী হিসাবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসমূহকে ত্বরান্বিত করতে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্য নিয়ে 'লাভের জন্য নয়' প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর যাত্রা শুরু। এই লক্ষ্য অর্জনে পিকেএসএফ বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা (এনজিও/এমএফআই)-এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ধরনের উপযুক্ত ঋণ, কারিগরি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

অনেকেই মনে করেন, পিকেএসএফ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে শুধু কিছু অর্থায়ন করে। বাস্তবে পিকেএসএফ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়নে উপযুক্ত অর্থায়নের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অ-আর্থিক সেবা প্রদানের ওপর সঙ্গত কারণে গুরুত্ব দিচ্ছে। বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে এটি এখন প্রতিষ্ঠিত যে, শুধু কিছু অর্থ সহায়তার মাধ্যমেই দারিদ্র্য দূর করা যায় না। অর্থের প্রয়োজন ছাড়াও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক পরিষেবা প্রাপ্তির প্রয়োজন এবং অধিকার রয়েছে।

পিকেএসএফ বিগত কয়েক বছর ধরে এর সামগ্রিক কার্যক্রমকে এমনভাবে বিন্যস্ত করছে যাতে সাধারণ মানুষ সকল মানবাধিকার ভোগ এবং মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্বাধীনতার চেতনায় প্রত্যেক নাগরিকের সার্বিক মুক্তি নিশ্চিত করাই আমাদের মৌলিক অভীষ্ট। সকল সদস্য যাতে মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন সেই লক্ষ্যে পিকেএসএফ সকল সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে মানবকেন্দ্রিক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

দারিদ্র্য বহুমাত্রিক। সে কারণে শুধুমাত্র সামান্য কিছু ঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করা সম্ভব নয় এবং প্রকৃত অর্থে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষাসহ দরিদ্র মানুষের জীবন-জীবিকা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনুষঙ্গ নিয়ে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। উপযুক্ত অর্থায়ন এই সমন্বিত প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

এই উপলব্ধি থেকে পিকেএসএফ ২০১০ সালে তৃণমূল পর্যায়ে সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য 'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)', ইংরেজিতে Enhancing Resources and Increasing Capacities of Poor Households towards Elimination of their Poverty (ENRICH) শীর্ষক একটি সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলোর বর্তমান সম্পদ ও সক্ষমতা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সহায়তার মাধ্যমে তাদেরকে ক্ষমতায়িত করা যাতে তারা প্রথমে তাদের প্রাপ্ত সম্পদ ও সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেন এবং ক্রমে তাদের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দারিদ্র্যের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে টেকসইভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে পারেন এবং প্রত্যেকে মানবমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। বর্তমান সরকারের 'রূপকল্প ২০২১'-এ বিধৃত মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের মূল ধারণা এই কর্মসূচিতে প্রতিফলিত হয়েছে। উল্লেখ্য, মানবকেন্দ্রিক সামগ্রিক উন্নয়নের এই কর্মসূচিটি পিকেএসএফ-এর বর্তমান চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ মহোদয়ের ধারণা প্রসূত। তিনি এই কর্মসূচির আদর্শিক রূপকার এবং তাঁর দূরদর্শী নির্দেশনায় এই কর্মসূচির প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও পরিবর্ধন চলমান, বিধায় এটি একটি 'গতিশীল উন্নয়ন মডেল' (Dynamic Development Model) হিসেবে ক্রমবিকাশমান।

টেকসই দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের এই কর্মসূচি বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার ১৬৭টি উপজেলার মোট ২০২টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় প্রায় ১২.৬২ লক্ষ খানা রয়েছে এবং পিকেএসএফ-এর ১১৬টি সহযোগী সংস্থার ৩৪৩টি শাখা/ইউনিটের মাধ্যমে প্রায় ৫৬.৪৪ লক্ষ সদস্যকে বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

দারিদ্র্য দূরীকরণের এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তর ইউনিয়ন-কে বিবেচনায় রেখে নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ, সহযোগী সংস্থা ও পিকেএসএফ-এর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে যৌথভাবে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও, কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরের স্থানীয় কার্যালয়, স্থানীয়

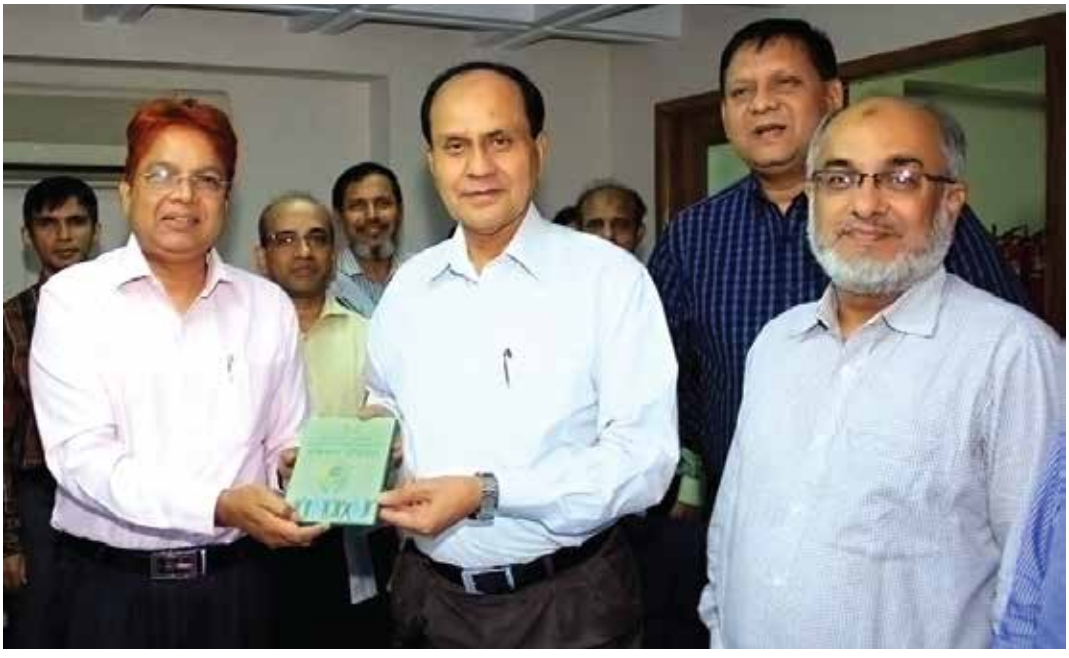

যুব প্রশিক্ষণ মডিউলের মোড়ক উন্মোচন করছেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম

যুব প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ, স্থানীয় প্রশাসন, সংশ্লিষ্ট এলাকায় কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা, মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই সকল প্রতিষ্ঠান **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। অন্তর্ভুক্ত পরিবারসমূহের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় চলমান কার্যক্রমসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। **সমৃদ্ধি** ইউনিয়নসমূহে বর্তমানে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা সহায়তা, কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন, সমৃদ্ধ বাড়ি, যুব উন্নয়ন, সবজি বীজ বিতরণ, কেঁচোসার, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ, বন্ধুচুলা, সৌরবিদ্যুত, সমৃদ্ধি কেন্দ্র, ঔষধি গাছ চাষাবাদ, আর্থিক সহায়তাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উন্নয়নে যুব সমাজ

সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের যুবদের নৈতিক উন্নয়ন, নেতৃত্ব-বিকাশ ও টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 'উন্নয়নে যুব সমাজ' শীর্ষক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিভুক্ত ২০২টি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে যুবদের দল গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে সমৃদ্ধিভুক্ত ২০২টি ইউনিয়নে প্রায় ১.৫ লক্ষ যুব এই কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছেন। এছাড়া ৬,৪০০ জন যুব **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমে শিক্ষক হিসেবে এবং আরও ২,৫০০ জন যুব স্বাস্থ্য সহায়তা কার্যক্রমে স্বাস্থ্যপরিদর্শক হিসেবে স্বেচ্ছাসেবমূলক কাজে নিয়োজিত থেকে সমাজ ও জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমের আওতায় মূলত দুই ধরনের সহযোগিতার ব্যবস্থা রয়েছে- ১) নেতৃত্ব ও নৈতিক শক্তির বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও ২) কর্মসংস্থান

সৃষ্টি। কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আবার দুই ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে যথা- (ক) অল্প শিক্ষিত যুবদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবলে পরিণত করে স্ব-কর্মসংস্থান বা মজুরিভিত্তিক কর্মে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি ও (খ) বিভিন্ন চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষিত যুবদেরকে উপযুক্ত পদে নিয়োগের ব্যবস্থা।

নেতৃত্ব ও নৈতিকতা বিকাশে প্রশিক্ষণ

'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমে সম্পৃক্ত যুবদের সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব ও নৈতিক শক্তির বিকাশের লক্ষ্যে 'যুব সমাজের আত্মউপলব্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয় নির্ধারণ' শীর্ষক ২ দিনের একটি সম্পূর্ণ ভিডিওভিত্তিক ডিজিটাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রায় ১ লক্ষ যুব সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণটি মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে, যা স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণটির প্রভাবে ইতোমধ্যে অনেক ইউনিয়নে যুবরা সামাজিক কার্যক্রম যেমন, রাস্তাঘাট মেরামত করা, গাছে পাখির বাসা তৈরির জন্য হাঁড়ি বেঁধে দেওয়া, বাল্যবিবাহ রোধ ইত্যাদি কাজে সম্পৃক্ত হয়েছেন। উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় সমৃদ্ধিভুক্ত ১ম পর্যায়ের ১৫৩টি ইউনিয়নে ১টি করে পাঠাগার গড়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়া, এই সকল যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানেরও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বোপরি এই সকল যুবদের স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণের অব্যাহত প্রচেষ্টায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় সমৃদ্ধিভুক্ত ১ম পর্যায়ের ১৫৩টি ইউনিয়নে ১টি করে পাঠাগার গড়ে তোলা হচ্ছে

'যুব সমাজের আত্ম-উপলব্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয় নির্ধারণ' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের একটি দল

যুবদের স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ড

যুবদের স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডসমূহের তথ্য সহযোগী সংস্থাসমূহ থেকে সংগ্রহ করে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,

- স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী 'উন্নয়নে যুব সমাজ' দল ৪৪৮টি।
- স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডে ব্যয় ৫,৯৬,০০০ টাকা।
- স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ড বাবদ ব্যয়ে যুব সদস্যদের অনুদানের পরিমাণ ৫,৪৬,৯০০ টাকা এবং সহযোগী সংস্থার অনুদানের পরিমাণ ৪৯,১০০ টাকা।
- অর্থ ব্যয় ছাড়া পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ড ১৭৬টি।
- স্বল্প অর্থ ব্যয়ে পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ড ২৭২টি।

যুব সদস্যদের উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান

যুব সদস্যদের উদ্যোগে পাখির অভয়াশ্রম গঠন কার্যক্রমে পাখি অবমুক্ত করছেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান

ক্রম	কর্মকাণ্ডের নাম	অংশগ্রহণকারী দল সংখ্যা	ক্রম	কর্মকাণ্ডের নাম	অংশগ্রহণকারী দল সংখ্যা
১	ডিপিএইচই-কে স্যানিটেশন জরিপে সহায়তা	২৭	১৩	সবজি বীজ রোপণ	৩
২	বাল্যবিবাহ ও যৌতুক বিরোধী র‍্যালি	৬৪	১৪	নিরাপদ পানির জন্য ফিটকিরি সরবরাহ	৫
৩	মসজিদের ঘাট নির্মাণ	৫	১৫	সাঁকো তৈরি/মেরামত	৬
৪	রাস্তা মেরামত	৪৭	১৬	বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ	২২
৫	বানরকে খাবার দেওয়া	৯	১৭	পাঠাগার নির্মাণে তহবিল সংগ্রহ	৬
৬	বৃক্ষরোপণ	৭১	১৮	দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ	৪
৭	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	২৯	১৯	শিক্ষার্থীদের খাতা-কলম প্রদান	৫
৮	রক্তের গ্রুপ নির্ণয়	৪১	২০	লেবু ও সজনে চারা রোপণ	৫
৯	পাখির বাসা হিসাবে গাছে হাঁড়ি বাঁধা	৫৩	২১	ময়লার ঝুড়ি স্থাপন	৩
১০	বাসক ও সজনে গাছ রোপণ	১৫	২২	দুস্থ পরিবারের ঘর মেরামত	২
১১	হাত-ধোয়ার বোতল স্থাপন	১৪	২৩	ঈদে দুস্থদের মাঝে সেমাই ও চিনি বিতরণ	৬
১২	ঈদে নতুন কাপড় ও নগদ টাকা প্রদান	৫	২৪	যৌন হয়রানি প্রতিরোধে নাটিকা মঞ্চস্থকরণ	১

কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

'উন্নয়নে যুব সমাজ'-এর আওতায় দুই ধরনের সহযোগিতার ব্যবস্থা রয়েছে। সেগুলো হলো:

(ক) অল্প শিক্ষিত যুবদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবলে পরিণত করে স্ব-কর্মসংস্থান বা মজুরিভিত্তিক কর্মে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি ও (খ) বিভিন্ন চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষিত যুবদেরকে উপযুক্ত পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত বা চলমান প্রশিক্ষণসমূহ নিম্নরূপ:

- মোবাইল ফোন মেরামত
- রেডিও, টেলিভিশন ও কম্পিউটার মেরামত
- ইলেকট্রিক হাউজওয়্যারিং
- ইলেকট্রিক ফ্যান, মটর ও ট্রান্সফর্মার রিওয়্যারিং
- ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রিক ওয়্যারিং
- রেফ্রিজারেশন এ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং
- প্লাম্বিং
- ডিজেল ও পেট্রোল ইঞ্জিন এবং জেনারেটর মেকানিক্স
- কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন
- ড্রাইভিং
- টেইলরিং
- বাজারজাতকরণ (মার্চেন্ডাইজিং)
- ব্লক ও বাটিক
- খাবার ও পানীয় সরবরাহ (ফুড এ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস)
- হাউজকিপিং
- শেফ

জাতীয় পর্যায়ের পত্রিকায় দরপত্র আহবানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালনকারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রদান করার মাধ্যমে একমাস থেকে ছয়মাস মেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। বাংলা-জার্মান সম্প্রীতি (বিজিএস), মুসলিম এইড ইনস্টিটিউট অব টেকনোলোজি (এমএআইটি), গ্রীনল্যাণ্ড গ্রুপ, আইডিয়েল টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, ইনস্টিটিউট অব হোটেল ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড হসপিটালিটি (আইএইচএমএইচ)-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে। নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এবং তারা বোর্ডের নির্ধারিত কোর্সসমূহ পরিচালনা করে থাকে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কোর্স সফলভাবে সমাপ্তির পর প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে সনদ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত যাচাই ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী পরীক্ষার মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। স্ব-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর নিজ এলাকায় কর্মরত পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার সহায়তায় ঋণের মাধ্যমে মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ চলাকালে সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক চাকুরিদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সংশ্লিষ্টরা প্রশিক্ষণে সেশন পরিচালনা বা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যাচাই করে তাদের প্রতিষ্ঠানের উপযোগী ব্যক্তি মনোনয়ন করে থাকেন।

এছাড়াও, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের কর্মসংস্থান ইউনিটের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে। বর্তমানে উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কারিগরি-প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নতুন ৩টি ট্রেডে (ড্রাইভিং, আইসিটি ফর আউট সোর্সিং এবং আইসিটি এন্ড এমআইএস ফর মাইক্রোফাইন্যান্স) ৩০০ বেকার যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলছেন যুব সদস্যরা

যুব প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

শিক্ষিত যুবদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে যুবমেলা আয়োজন করা হয়। মেলার পূর্বে এলাকায় মেলার উদ্দেশ্য ও লোক নিয়োগের বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয় ও মেলায় চাকরিদাতা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। যুবমেলায় বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি চাকরির বিভিন্ন পদে উপযুক্ত লোক নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা হয়ে থাকে। দি একমী ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড, প্রাণ আরএফএল, গ্রুপ-৪ সিকিউর সলিউশন বাংলাদেশ (প্রাইভেট) লিমিটেড, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভিত্তিতে স্থান নির্বাচন করে ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নের বেকার যুবদেরকে সমাবেশ ঘটিয়ে উপযুক্ত লোক নিয়োগের জন্য বাছাই ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দেয়া যোগ্যতা অনুযায়ী সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে প্রাথমিক যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যালয়ে চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়। এই পর্যন্ত দি একমী ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড, প্রাণ আরএফএল, গ্রুপ-৪ সিকিউর সলিউশন বাংলাদেশ (প্রাইভেট) লিমিটেড, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, দি গ্রীন রিসোর্ট প্যালেস (হবিগঞ্জ), হোটেল ওয়াশিংটন (ঢাকা) সাকুরা ফয়েজ হিল রিসোর্ট (বান্দরবান), শোভন গার্মেন্টস, চরকা টেক্সটাইল, ওপেক্স গ্রুপ, রেনেসা গ্রুপ, ডার্ট গ্রুপ, মিমা রেস্টুরেন্ট, ইস্ট-ওয়েস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে ১,০৯৩ জনের চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও ২৮৮ জনের আত্মকর্ম-সংস্থান হয়েছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির যুব-উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে যুব-উন্নয়ন অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ব্যুরো অব ম্যানপাওয়ার ইমপ্লয়মেন্ট এন্ড ট্রেনিং (বিএমইটি), বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় রয়েছে।

পিকেএসএফ-এর নিজস্ব অর্থায়ন ও বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব খাতের বাজেট থেকে প্রদত্ত অর্থের মাধ্যমে পরিচালিত **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি একটি দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম যা সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জনগণের টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগঠিত ও প্রশিক্ষিত করার মাধ্যমে 'জনমিতিক লাভাঙ্ক' (Demographic Dividend) আহরণের ক্ষেত্রে এই কর্মসূচি দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাবে বলে পিকেএসএফ প্রত্যাশা করছে।

'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমের

নীতিমালা

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ যুব। ২০০৩ সালের বাংলাদেশের জাতীয় যুবনীতি অনুযায়ী ১৮-৩৫ বছরের বয়সসীমার মধ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশী যুব হিসাবে গণ্য হয়। যুব অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের প্রায় ৫.০ কোটি জনগণ যুব বয়সভুক্ত। এদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ গ্রামে বাস করে। যুবশ্রেণির মধ্যে প্রায় ১.৫ কোটি কর্মে নিযুক্ত, ২.৩ কোটি আংশিক কর্মে নিযুক্ত ও প্রায় ১.২ কোটি সম্পূর্ণভাবে বেকার। বর্তমানে যুব বেকারত্ব দেশের একটি বিশাল সমস্যা। যুব সমাজের সমস্যা বিবিধ। যেমন: দেশে বাস্তবমুখী শিক্ষার অপ্রতুলতা, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ না করা, পেশাগত দক্ষতার অভাব, বিভিন্নমুখী বেকারত্ব, আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ ও তহবিল সহায়তা অপ্রতুলতা, প্রয়োজনীয় কারিগরি ও প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাব, তথ্য প্রযুক্তি দক্ষতার অভাব, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতা, নিরাপত্তাহীনতা, দুর্বল নৈতিকতাবোধ, হতাশা, উচ্ছৃঙ্খলতা, মানসিক সমস্যা, মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রভৃতি।

যুব সমাজ সব সময়ই যে কোন দেশের সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়ী, সৃজনশীল ও উৎপাদনক্ষম চালিকাশক্তি। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকৃতপক্ষে যুবদের মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়। যুবদের কর্মস্পৃহা ও কর্মোদ্দীপনার ওপর জাতির উন্নতি সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। এই জন্য যুবদের সকল শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশ এবং সদ্ব্যবহার জরুরি।

এই লক্ষ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ ও সুখী-সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে যুবদেরকে সক্রিয় নাগরিকে পরিণত করার প্রচেষ্টা নিতে হবে। যুবদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, তাদের মেধা ও মননে সৃজনশীলতা চর্চার মাধ্যমে সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করতে হবে। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণ হবে যুবদের কার্যক্রমের মূলমন্ত্র। সমাজের আদর্শ হিসেবে যুবরা বেড়ে উঠবে। যুক্তিবাদী ও সহানুভূতিশীল মানুষ হয়ে উঠবে। তারা যা করতে চাইবে, তা সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করবে। তাদের কাজের উদ্দেশ্য হবে সকলের জন্য কল্যাণ।

কার্যক্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য

- মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনায় যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা;
- সামাজিক দায়বদ্ধতা ও নৈতিক বিষয়ের উন্নয়ন ঘটিয়ে যুবদেরকে দায়িত্বশীল সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা;
- আর্থিকভাবে যুবদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা (স্ব-কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ)

নীতিমালার বিস্তৃত উদ্দেশ্য

- প্রতিটি যুবকে মূল্যবোধসম্পন্ন, নিষ্ঠাবান ও আত্মমর্যাদাশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা;
- প্রত্যেক যুব নারী-পুরুষকে মানবসম্পদে পরিণত করা;
- যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে যথোপযুক্ত বাস্তবমুখী শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে যুবদের নৈতিক অবক্ষয় ও বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে সম্পৃক্ত করা;
- দেশের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে Leadership বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি;
- স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম ও জাতীয় সেবামূলক বিভিন্ন কাজে যুবদের সম্পৃক্ত করা;
- সমৃদ্ধিভুক্ত প্রতিটি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে যুবদের নিয়ে গ্রুপ গঠন করা;
- স্ব-কর্মসংস্থান অথবা মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করা;
- এক বা একাধিক যুবর সমন্বয়ে টেকসই ক্ষুদ্র উদ্যোগ সৃষ্টিতে উৎসাহিত করা;
- যুবদের জন্য উপযুক্ত ঋণের মডেল তৈরি করা;
- বিভিন্ন চাকরির ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা।

লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী

প্রাক-যুব হিসেবে কিশোর-কিশোরীদের যুব উন্নয়ন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রাক-যুবদের সংশ্লিষ্ট করে সমৃদ্ধির যুব কার্যক্রমে যুক্ত হবার বয়সসীমা ১৪ থেকে ৩০ বছর (অবিবাহিতদের প্রাধান্য দান)। সমৃদ্ধির নারীপ্রধান অতিদরিদ্র পরিবার, বিশেষত বিধবা/ তালাকপ্রাপ্তা যাদের নিয়মিত আয় করার মতো লোক নেই এরূপ পরিবারের যুব সদস্যগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা যাবে। এছাড়া অন্যান্য সকল যুব যেমন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর যুব, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুব (প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক যুব), অসুস্থ জীবনে আসক্ত যুব, হিজড়া যুব, গৃহহীন ও বস্তিবাসী যুবদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

গৃহীত কার্যক্রম

- **সমৃদ্ধি** ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে গ্রুপ গঠন করে যুবদের সংগঠিত করা এবং তাদের প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহ করা;
- যুব গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক ইস্যুতে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা;
- প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের আত্মপ্রত্যয়ী হিসেবে গড়ে তোলা এবং নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা;
- দেশের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে Leadership বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি;
- যুবদের স্ব-কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে Information and Communication Technology (ICT)-এর বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া;
- কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা করা;
- যুবদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক ও আর্থিক কর্মকাণ্ডসমূহকে তিনটি ভাগে ভাগ করা। যথা: ১. উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড কিন্তু প্রাথমিকভাবে অর্থের

প্রয়োজন নেই, ২. উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড কিন্তু সামান্য অর্থের প্রয়োজন রয়েছে এবং ৩. উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড কিন্তু অর্থ বিনিয়োগ করে আয় হবে;

- যুবদের জন্য স্বাস্থ্য ও বিনোদন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, সামাজিক সংযুক্তির ব্যবস্থা করা;
- প্রাথমিকভাবে সমৃদ্ধির ১১১টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১১১টি ইউনিয়নে যুব উন্নয়নের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।
- যুবদের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির সাথে সংযোগ স্থাপন করা।
- পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন প্রকল্প ও ইউনিট-এর সাথে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় ও সংযোগ তৈরির মাধ্যমে যুব উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে 'উন্নয়নে যুব সমাজ' গঠন ও কার্যাবলী

- **'উন্নয়নে যুব সমাজ' গঠনের কৌশল**

ক. সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের প্রতিটিতে 'উন্নয়নে যুব সমাজ'-এর ২টি গ্রুপ গঠন করা হবে (যুব নারীদের ১টি ও যুব পুরুষের ১টি)। গ্রুপ গঠন করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে নারী ও পুরুষের সমন্বিত গ্রুপ করা সম্ভব হলে প্রতি ওয়ার্ডে ১টি করে ৯টি 'উন্নয়নে যুব সমাজ'-এর গ্রুপ করা যাবে। যেখানে একত্রে গ্রুপ সম্ভব নয়, সেখানে আলাদা আলাদা গ্রুপ গঠন করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রতিটি গ্রুপের নামকরণ হবে, যেমন: ইউনিয়নের নাম, ওয়ার্ড নং, উন্নয়নে যুব সমাজ (নারী গ্রুপ)। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত উদাহরণ অনুসরণ করা যেতে পারে:

ভজনপুর, ৮নং ওয়ার্ড 'উন্নয়নে যুব সমাজ' (নারী গ্রুপ); ও

ভজনপুর, ৮নং ওয়ার্ড 'উন্নয়নে যুব সমাজ' (পুরুষ গ্রুপ); অথবা

ভজনপুর, ৮নং ওয়ার্ড 'উন্নয়নে যুব সমাজ' (সমন্বিত গ্রুপ)।

খ. **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডের সকল যুবদের সদস্য করে 'উন্নয়নে যুব সমাজ'-এর গ্রুপ গঠিত হবে। যুব গ্রুপ পরিচালনার জন্য সদস্যদের মধ্য থেকে অন্তত পক্ষে ১১ জনকে নিয়ে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করতে হবে।

গ. **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির শিক্ষিকা/স্বাস্থ্যপরিদর্শক সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের যুব গ্রুপকে সংগঠিত করার কাজে প্রাথমিকভাবে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করবেন। আহবায়ক কমিটি সক্ষমতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনায় দায়িত্ব গ্রহণ করলে শিক্ষিকা/স্বাস্থ্যপরিদর্শকগণ গ্রুপের সদস্য হিসেবে কাজ করবেন।

ঘ. যুব গ্রুপের সদস্যগণ দুই মাসে অন্তত একবার সভায় মিলিত হবেন এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন।

ঙ. যুব গ্রুপের সদস্যগণ সমৃদ্ধির ওয়ার্ড সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করবেন। ওয়ার্ড সমন্বয় সভায় গৃহীত পরিকল্পনায় যুব সদস্যগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন।

চ. সদস্য হিসেবে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের উদ্যমী, সচেতন, স্বেচ্ছাব্রতী, দায়িত্বশীল সমাজকর্মী যুব নারী ও যুব পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত ও সংগঠিত করতে হবে।

ছ. ওয়ার্ডের যুবদের (নারী/পুরুষ) উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে তাদের মাঝে সচেতনতা ও স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম পরিচালনায় তাদেরকে উৎসাহী করতে হবে।

- **'উন্নয়নে যুব সমাজ'-এর গ্রুপ সদস্যদের জন্য সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড**

ক. নারী নির্যাতন তথা উত্যক্তকরণ, বাল্যবিবাহ রোধ, যৌতুক প্রথা বন্ধ করার লক্ষ্যে এলাকার যুবদের সচেতনতা বৃদ্ধি।

*সচেতনতামূলক র‍্যালিতে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির যুব সদস্যবৃন্দ*

খ. স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে পরিবেশ উন্নয়ন, বৃক্ষরোপণ, শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ ও প্রচারাভিযান পরিচালনা।

গ. এলাকায় মাদক প্রতিরোধ, বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন, বিভিন্ন সৃজনশীল বিষয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন।

ঘ. **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্যক্যাম্প, স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও ব্লাড গ্রুপিং কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ভূমিকা পালন।

ঙ. ইউনিয়নে সকল যুব সদস্য ও অন্যান্য যুবদের সমন্বয়ে বাৎসরিক ১টি যুব মেলা আয়োজনের প্রচেষ্টা গ্রহণ।

চ. যুব গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে থেকে অগ্রসর ২ জনকে Core freelancer (ICT-Information and Communication Technology) হিসেবে গড়ে তোলা এবং পরবর্তীতে তাদের মাধ্যমে ওয়ার্ডের অন্যান্য যুবদের freelancer হিসেবে প্রস্তুত করা।

সমন্বয়কারী হিসেবে শিক্ষক/স্বাস্থ্যপরিদর্শকের দায়িত্ব

ওয়ার্ডে 'উন্নয়নে যুব সমাজ'-এর গ্রুপ গঠনে সহায়তা করা এবং যুব গ্রুপের সকল কাজে সহায়তা করা। যুব গ্রুপের সদস্যদের সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ ও প্রণোদিত করা। মাঠ পর্যায়ে যুবদের মাঝে যোগাযোগ ও প্রচার-প্রচারণার কার্যক্রম পরিচালনা করা। যুব গ্রুপের সভা আয়োজন ও সমন্বয় করা। সভা শেষে সভার কার্যবিবরণী, প্রতিবেদন তৈরি ও রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করা। বিভিন্ন অসামাজিক ও অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যুবদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ করা। প্রত্যেক যুবককে মাদককে 'না' বলা ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড 'না' করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা এবং প্রয়োজনে এ বিষয়ে শপথ করানো। জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবস পালনের জন্য মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি আয়োজন ও পরিচালনা করা। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের যুবদের প্রোফাইল সংশ্লিষ্ট শাখায় সংরক্ষণ করবে। এছাড়াও প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের জন্য একটি সদস্য রেজিস্ট্রার

সংরক্ষণ করতে হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে যে সকল যুব এলাকায় অবস্থান করেন না, (যেমন: লেখাপড়া ও চাকরির জন্য যারা ইউনিয়নের বাইরে অবস্থান করেন তাদের তথ্য সংরক্ষণের দরকার নেই)। তবে এ সকল যুব উন্নয়নে যুবসমাজ গ্রুপের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

যুব সদস্যদের প্রশিক্ষণ

- আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে প্রণোদনামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে Leadership বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- কর্মসংস্থানবান্ধব ও দক্ষতাসৃজনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ট্রেডভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- Information and Communication Technology (ICT) তথা তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানে গুরুত্ব দেয়া;
- আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত করার লক্ষ্যে IGA training এর ব্যবস্থা করা;

যুব সদস্যদের জন্য তথ্য প্রযুক্তি

- যুবদেরকে তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে উৎসাহী করে তোলার জন্য যুবদের মাঝে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ বিস্তৃত করা;
- যুবদেরকে তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে আন্তর্জাতিকভাবে দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান করা;
- তথ্য প্রযুক্তিগত কর্মোদ্যোগকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানসহ সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।

স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মকাণ্ড

- যুবদের হতাশা, বিষণ্নতা ও অন্যান্য মানসিক/মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা নিরসনের জন্য চিকিৎসা সুবিধা দেয়া;
- ঝুঁকিপূর্ণ ও যুব বয়সসীমার অন্তর্গত প্রসূতি ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার সম্পর্কে যুবদের সচেতন করে তোলা;

যুব প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন পিকেএসএফ-এর সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক মোঃ মশিয়ার রহমান

যুব সদস্যদের নিয়ে নিয়মিত আয়োজন করা হয় ফুটবলসহ বিভিন্ন খেলাধুলা

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চা

- যুবদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ক্রীড়ার সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- যুব ক্রীড়াবিদদের উন্নতি ও উৎসাহ প্রদানের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা প্রদান এবং উচ্চমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- যুবদের চিত্তবিনোদন ও মানসিক বিকাশ সাধনের জন্য তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক চর্চার প্রসার ঘটানো।

কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি

- প্রত্যেক ইউনিয়নে নির্দিষ্ট তারিখে উপযুক্ত একটি স্থান নির্বাচন করে এলাকার যুবদের একত্রিত করা হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে যুবদের জন্য উপযুক্ত বিভিন্ন কর্মসংস্থান বা চাকরি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হবে এবং আগ্রহীদের তালিকা প্রস্তুত করা হবে। ইউনিয়নে যুবদের নিয়ে এক বা একাধিকবার এরূপ মেলা বা সমাবেশের আয়োজন করা যেতে পারে। এটিকে চাকরি মেলা হিসেবেও আখ্যায়িত করা যাবে। সম্ভাব্য চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা ও আয়োজিত সেমিনার/সমাবেশ/মেলায় অংশগ্রহণে এটি করা যেতে পারে। বিভিন্ন স্ব-কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ ও চাকরি সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে ভিডিও প্রদর্শনী করা যেতে পারে।
- যুবদের ভবিষ্যত করণীয় বিষয়ে প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে মৌলিক প্রশিক্ষণের (মোটিভেশন ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক) ব্যবস্থা করা হবে;
- স্থানীয় ক্লাব, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যুব গ্রুপের সংযোগ স্থাপন করা হবে। এছাড়াও এলাকার খাস বা পতিত জমি, জলাশয়, রাস্তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড সৃষ্টির লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আলোচনা করে লিজ/বরাদ্দ নেয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা দেওয়া হবে;
- দেশের যে কোন সামাজিক কর্মকাণ্ড, দিবস, স্থানীয় উদ্যোগ ইত্যাদি সৃষ্টিতে যুব সমাজকে অধিকতর সম্পৃক্ত করা হবে;
- যে কোন আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে কারিগরি, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে Local Service Provider (LSP) হিসেবে আগ্রহী যুব সদস্যদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হবে এবং এই কাজের জন্য তারা কমিশন গ্রহণ করে আয় করবেন;
- সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ইউনিয়ন কোঅর্ডিনেটর এবং সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট কর্মকর্তা যুবদের জন্য পরিকল্পিত কর্মকাণ্ডসমূহ বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন;

- যুবদের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কারিগরি/বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে;
- স্থানীয় প্রশাসন, যুব প্রতিনিধি ও প্রয়োজনে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতনামা পরামর্শকের সহায়তা নিয়ে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে যুবদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে;
- দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যবসা বা চাকরির সুযোগগুলো শনাক্ত করে বা বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করে যুবদের কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান করা হবে;
- বিভিন্ন অসামাজিক ও অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যুবদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;
- প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পিকেএসএফ-এর প্রচলিত ঋণ কার্যক্রমের আওতায় সহজ শর্তে ও স্বল্প সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে উপযুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করা হবে;
- যুব কর্মকাণ্ডের ঝুঁকি নিরসনে ঝুঁকি তহবিল গঠন করা হবে;
- পিকেএসএফ পর্যায়ে যুবদের চাকরি অন্বেষণ করার জন্য **সমৃদ্ধি** ইউনিয়নের আওতায় যুবদের জন্য আলাদা সেল থাকবে এবং এক বা একাধিক কর্মকর্তাকে এই বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান করা হবে;
- দেশে বিরাজমান বড় উদ্যোগসমূহের সাথে যুব উদ্যোগসমূহের সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা বা সাবকন্ট্রাকটিং-এর ব্যবস্থা করা হবে;
- বেকার যুবদের জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, অভিবাসন ঋণ ও ভ্রমণ সংক্রান্ত দলিলাদি করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করা হবে;
- যুবদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বাজারজাতকরণে সহযোগিতা প্রদান করা হবে;
- যুব কর্মসংস্থানের সাথে সম্পৃক্ত সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হবে;
- ইউনিয়নের প্রত্যেক ওয়ার্ডে যুব প্রতিনিধি নিয়ে 'যুব গ্রুপ' গঠন করা হবে এবং যুবদের সমস্যা ও সম্ভাবনা, সফল যুবদের নিয়ে নিয়মিতভাবে সাময়িকী, নিউজলেটার প্রভৃতি প্রকাশ করা হবে এবং গণমাধ্যমে প্রচারেরও ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অন্যান্য

- প্রতি বছর প্রত্যেক সংস্থা সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ অবদান রাখার জন্য; কোন মহৎ কাজ, সাহসী কাজ, অনুকরণীয় কোনো কাজ, সেবা বা উদ্যোগ এক বা একাধিক যুবকে নির্বাচিত করে স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, সুধীজনের মাধ্যমে সম্মাননা-পত্র, পুরস্কার ইত্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা করবে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- সহযোগী সংস্থা ও পিকেএসএফ আলাদা অথবা যৌথভাবে যুবদের ওপর বিভিন্ন প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়াও কেন্দ্রীয়ভাবে পিকেএসএফ কোন সভা/সেমিনার/সমাবেশের আয়োজন করতে পারে।
- সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক পরিচালিত যুব উন্নয়ন কার্যক্রম ফাউণ্ডেশন প্রণীত এই নীতিমালা অনুসারেই পরিচালনা করতে হবে। বাস্তবতার নিরিখে কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে পরিবর্তনের জন্য পিকেএসএফ-এর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
- এই কার্যক্রম সর্ম্পকিত সকল কর্মকাণ্ড সহযোগী সংস্থার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। এই ব্যাপারে সহযোগী সংস্থা কর্তৃক কোন এজেন্ট/সংগঠন বা ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা যাবে না।
- এই নীতিমালার কোন ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা দেখা দিলে সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে পিকেএসএফ এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা এই নীতিমালার পরিবর্তন/পরিবর্ধন/পরিমার্জন/সংযোজন/বিয়োজন করতে পারবে। এছাড়াও, কার্যক্রমটির বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার ১ বছর পর সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে আলোচনাপূর্বক অভিজ্ঞতার আলোকে এই নীতিমালা সংশোধনের অবকাশ থাকবে।

আলোকচিত্রে
মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম

‘উন্নয়নে যুব সমাজ’ কার্যক্রমের যুব সদস্যগণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্ম-উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নেও বদ্ধপরিকর। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই সমাজের নানাবিধ ব্যাধি দূরীকরণে যুথবদ্ধ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন নিজ নিজ এলাকার যুব সদস্যবৃন্দ। এসব কর্মকাণ্ডের সচিত্র উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

রাস্তা মেরামত। সংস্থা: কারসা। ইউনিয়ন: আলীনগর, মাদারীপুর

বন্যার্তদের মাঝে স্যালাইন বিতরণ। সংস্থা: এসকেএস। ইউনিয়ন: সাঘাটা, গাইবান্ধা

সাঁকো মেরামত। সংস্থা: পেইজ পেভেলপমেন্ট সেন্টার। ইউনিয়ন: খাদেরগাঁও, চাঁদপুর

বাসক চারা রোপণ। সংস্থা: দিশা- কুষ্টিয়া। ইউনিয়ন: বারখাদা, কুষ্টিয়া

ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি। সংস্থা: মুক্তি কক্সবাজার। ইউনিয়ন: চৌফলদন্ডী, কক্সবাজার

রাস্তা মেরামত। সংস্থা: এসডিআই। ইউনিয়ন: হরিশপুর, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম

তাল গাছের বীজ রোপণ। সংস্থা: এডিআই। ইউনিয়ন: হবখালী, নড়াইল

রাস্তা পরিষ্কার। সংস্থা: এসডিআই। ইউনিয়ন: বানিয়াজুরি, মানিকগঞ্জ

পাখির নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য
গাছে মাটির হাঁড়ি বসানো
সংস্থা: মানবিক সাহায্য সংস্থা
ইউনিয়ন: বাঙ্গালীপুর, নীলফামারী

ধূমপান ও মাদক বিরোধী র‍্যালী। সংস্থা: ইউডিপিএস। ইউনিয়ন: চান্দাইকোনা, সিরাজগঞ্জ

পাখি রক্ষায় গাছে
মাটির হাঁড়ি বসানো
সংস্থা: নবলোক পরিষদ
ইউনিয়ন: মুলঘর, বাগেরহাট

ময়লা ফেলার ডাস্টবিন স্থাপন। সংস্থা: গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা। ইউনিয়ন: খালিয়া, মাদারীপুর

ঈদে দরিদ্রদের মাঝে সেমাই, দুধ ও চিনি বিতরণ। সংস্থা: পাবনা প্রতিশ্রুতি। ইউনিয়ন: দোগাছি, পাবনা

বৃক্ষরোপণ। সংস্থা: এনডিপি। ইউনিয়ন: চাকলা, পাবনা

বৃক্ষরোপণ। সংস্থা: জাকস ফাউন্ডেশন। ইউনিয়ন: ধলাহার, জয়পুরহাট

বৃক্ষরোপণ। সংস্থা: সাস-সাতক্ষীরা। ইউনিয়ন: সখিপুর, সাতক্ষীরা

বাসক গাছ রোপণ। সংস্থা: সংগ্রাম। ইউনিয়ন: পাথরঘাটা, বরগুনা

ইফতার বিতরণ। সংস্থা: এফডিএ। ইউনিয়ন: উমরপুর, ভোলা

দরিদ্র শিশুদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ। সংস্থা: পল্লী শিশু ফাউণ্ডেশন। ইউনিয়ন: গণেশপুর, মান্দা, নওগাঁ

রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ। সংস্থা: সেতু, টাঙ্গাইল। ইউনিয়ন: গোলাবাড়ি, টাঙ্গাইল

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান। সংস্থা: পিএসকেএস। ইউনিয়ন: মোনাখালি, মেহেরপুর

যুব সমন্বয় সভা। সংস্থা: জাগরনী চক্র ফাউণ্ডেশন। ইউনিয়ন: ধনেশ্বরগাতি, মাগুরা

যুব প্রশিক্ষণ। সংস্থা: এসকেএস

তাল গাছের চারা রোপণ। সংস্থা: ঘাসফুল। ইউনিয়ন: গুমান মর্দ্দন, চট্টগ্রাম

যুব সদস্যদের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। সংস্থা: জেআরডিএম। ইউনিয়ন: কোলা, জয়পুরহাট

যুব প্রশিক্ষণ। সংস্থা: হীড বাংলাদেশ। ইউনিয়ন: মনসুরনগর, মৌলভীবাজার

বাসক চারা রোপণ কর্মসূচি। সংস্থা: জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন। ইউনিয়ন: পায়রা, যশোর

জাতীয় যুব দিবস উদযাপন। সংস্থা: পাবনা প্রতিশ্রুতি। ইউনিয়ন: দোগাছি, পাবনা

বৃক্ষরোপণ। সংস্থা: কেকেএস। ইউনিয়ন: দৌলতদিয়া, রাজবাড়ি

জাতীয় যুব দিবস উদযাপন। সংস্থা: পাবনা প্রতিশ্রুতি। ইউনিয়ন: দোগাছি, পাবনা

জাতীয় যুব দিবস উদযাপন। সংস্থা: ডর্‌প। ইউনিয়ন: রাজাপুর, সিরাজগঞ্জ

ফুটবল টুর্নামেন্ট। সংস্থা: সমকাল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা। ইউনিয়ন: পাঁচগাছি, রংপুর

জাতীয় যুব দিবস উদযাপন। সংস্থা: সাজেদা ফাউণ্ডেশন। ইউনিয়ন: বাট্টাজোর, জামালপুর

জাতীয় যুব দিবস উদযাপন। সংস্থা: গাক। ইউনিয়ন: সারিয়াকান্দি, বগুড়া

জাতীয় যুব দিবস উদযাপন। সংস্থা: পিএসকেএস। ইউনিয়ন: তেঁতুলবাড়িয়া, মেহেরপুর

ইউনিয়ন যুব সমন্বয় সভা। সংস্থা: আরডিআরএস। ইউনিয়ন: ভজনপুর, পঞ্চগড়

তালবীজ রোপণ কর্মসূচি। সংস্থা: জেআরডিএম। ইউনিয়ন: কোলা, নওগাঁ

জাতীয় যুব দিবস উদযাপন। সংস্থা: আইডিএফ। ইউনিয়ন: ওয়াগ্গা, রাঙ্গামাটি

জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে
দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ
সংস্থা: মুক্তিপথ উন্নয়ন কেন্দ্র
ইউনিয়ন: হলদিয়া , চট্টগ্রাম

জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে কুইজ প্রতিযোগিতা । সংস্থা: আরচেস। ইউনিয়ন: মাইজবাড়ি, সিরাজগঞ্জ

জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে র‍্যালি। সংস্থা: রিক। ইউনিয়ন: বালিগাঁও, মুন্সিগঞ্জ

বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয়। সংস্থা: প্রত্যাশী। ইউনিয়ন: কালারমারছড়া, কক্সবাজার

যুব কমিটির উদ্যোগে সচেতনতামূলক র‍্যালি। সংস্থা: সাস, সাভার। ইউনিয়ন: আইয়ুবপুর, নরসিংদী

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে র‍্যালি। সংস্থা: ঘাসফুল। ইউনিয়ন: গুমান মর্দ্দন, চট্টগ্রাম

তালবীজ রোপণ কর্মসূচি। সংস্থা: এডিআই। ইউনিয়ন: হবখালি, নড়াইল

সমৃদ্ধি টিম

পরিশিষ্ট: সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়ন ও সংস্থাসমূহের তালিকা

ক্রম	সংস্থার নাম	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	কর্মসূচির সূচনা
১	সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিসট্যান্স (সিসিডিএ)	কুমিল্লা	দাউদকান্দি	ইলিয়টগঞ্জ	মে ২০১০
২	দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে)	নেত্রকোনা	দুর্গাপুর	দুর্গাপুর	মে ২০১০
৩	গ্রামাউস (গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা)	ময়মনসিংহ	ফুলপুর	ফুলপুর	মে ২০১০
৪	জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন	যশোর	অভয়নগর	পায়রা	মে ২০১০
		মাগুরা	শালিখা	ধনেশ্বরগাতি	জুন ২০১৪
৫	জাকস ফাউন্ডেশন	জয়পুরহাট	সদর	ধলাহার	মে ২০১০
			পাঁচবিবি	আইমারসুলপুর	জুন ২০১৪
৬	নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	আটুলিয়া	মে ২০১০
৭	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র (পিএমইউকে)	সুনামগঞ্জ	সদর	সুরমা	মে ২০১০
৮	প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সদর	রাণীহাটি	মে ২০১০
			নাচোল	নিজামপুর	জুন ২০১৪
৯	এসকেএস ফাউন্ডেশন	গাইবান্ধা	সাঘাটা	সাঘাটা	মে ২০১০
				কামালের পাড়া	ডিসেম্বর ২০১৪
				ভরতখালি	জানুয়ারি ২০১৮
			গাইবান্ধা সদর	বোয়ালী	জানুয়ারি ২০১৮
১০	সংগ্রাম (সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি)	বরগুনা	পাথরঘাটা	পাথরঘাটা	মে ২০১০
			বামনা	ডেউয়াতলা	জুন ২০১৪
১১	শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস)	শরীয়তপুর	ভেদরগঞ্জ	কাঁচিকাটা	মে ২০১০
			গোসাইহাট	আলাওলপুর	জুন ২০১৪
		চাঁদপুর	হাইমচর	আলগি	জানুয়ারি ২০১৮
১২	সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি)	ফরিদপুর	বোয়ালমারি	সাতৈর	মে ২০১০
১৩	সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এসডিআই)	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ	হরিশপুর	মে ২০১০
		মানিকগঞ্জ	ঘিওর	বানিয়াজুড়ি	জুন ২০১৪
১৪	সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিস (এসএসএস)	টাঙ্গাইল	সদর	দাইন্যা	মে ২০১০
		গাজীপুর	কালিগঞ্জ	বাহাদুরসাদি	জুন ২০১৪
১৫	সজাগ (সমাজ ও জাতি গঠন)	ঢাকা	ধামরাই	সোমভাগ	মে ২০১০
১৬	সলিডারিটি	কুড়িগ্রাম	সদর	ঘোগাদহ	মে ২০১০
১৭	সাউথ এশিয়া পার্টনারশীপ বাংলাদেশ (স্যাপ)	পটুয়াখালী	গলাচিপা	পানপট্টি	মে ২০১০
১৮	টিএমএসএস	সিলেট	দক্ষিণ সুরমা	তেঁতলী	মে ২০১০
		বগুড়া	শিবগঞ্জ	শিবগঞ্জ	জুন ২০১৪
		মৌলভীবাজার	রাজনগর	ফতেপুর	নভেম্বর ২০১৭
				টেংরা	নভেম্বর ২০১৭
				কামারচাক	নভেম্বর ২০১৭
				উত্তরভাগ	নভেম্বর ২০১৭
			সদর	আমতলা	জুন ২০১৮
		সুনামগঞ্জ	দিরাই	তাড়ল	জানুয়ারি ২০১৯

ক্রম	সংস্থার নাম	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	কর্মসূচির সূচনা
১৯	ইউনাইটেড ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর প্রোগ্রামড এ্যাকশন (উদ্দীপন)	পিরোজপুর	জিয়ানগর	পাড়েরহাট	মে ২০১০
		চট্টগ্রাম	বাঁশখালি	কালিপুর	জুন ২০১৪
২০	ওয়েভ ফাউন্ডেশন	চুয়াডাঙ্গা	জীবননগর	সীমান্ত	মে ২০১০
				বাঁকা	ডিসেম্বর ২০১৪
			দামুরহুদা	মদনা	জুন ২০১৪
		মানিকগঞ্জ	সিংগাইর	জামির্ত্তা	জুন ২০১৪
		চুয়াডাঙ্গা	জীবননগর	উথলী	নভেম্বর ২০১৭
				কেডিকে	নভেম্বর ২০১৭
				মনোহরপুর	নভেম্বর ২০১৭
২১	ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)	চট্টগ্রাম	সীতাকুন্ড	সৈয়দপুর	মে ২০১০
		রাঙামাটি	কাউখালী	কলমপতি	জুন ২০১৪
		খাগড়াছড়ি	পানছড়ি	পানছড়ি	জানুয়ারি ২০১৫
২২	সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোস্যাল এ্যাকশন (কারসা)	মাদারীপুর	কালকিনি	আলীনগর	জানুয়ারি ২০১২
২৩	দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থা (ডিবিএস)	মেহেরপুর	সদর	কুতুবপুর	জানুয়ারি ২০১২
২৪	ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)	ঠাকুরগাঁও	সদর	আউলিয়াপুর	জানুয়ারি ২০১২
			পীরগঞ্জ	জাবরহাট	জুলাই ২০১৮
			রাণীশংকৈল	বাচর	জুন ২০১৪
		লালমনিরহাট	কালীগঞ্জ	তুষভান্ডার	জানুয়ারি ২০১৮
২৫	গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)	বগুড়া	গাবতলী	গাবতলী	জানুয়ারি ২০১২
			সারিয়াকান্দি	সারিয়াকান্দি	জুন ২০১৪
২৬	হীড বাংলাদেশ	মৌলভীবাজার	রাজনগর	পাঁচগাঁও	জানুয়ারি ২০১২
				মুন্সিবাজার	ডিসেম্বর ২০১৪
		বরগুনা	সদর	আইলাপাতাকাটা	জুন ২০১৪
		মৌলভীবাজার	রাজনগর	রাজনগর	নভেম্বর ২০১৭
				মনসুরনগর	নভেম্বর ২০১৭
			কমলগঞ্জ	আদমপুর	জানুয়ারি ২০১৮
২৭	ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)	রাঙামাটি	কাপ্তাই	ওয়াগ্গা	জানুয়ারি ২০১২
		চট্টগ্রাম	সাতকানিয়া	সাতকানিয়া	জুন ২০১৪
		বান্দরবন	সদর	সুয়ালক	জানুয়ারি ২০১৫
		চট্টগ্রাম	রাউজান	কদলপুর	জানুয়ারি ২০১৮
২৮	মানব মুক্তি সংস্থা (এমএমএস)	সিরাজগঞ্জ	চৌহালি	ঘোড়জান	জানুয়ারি ২০১২
২৯	মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র (এমবিএসকে)	দিনাজপুর	সদর	শশরা	জানুয়ারি ২০১২
			চিরিরবন্দর	ইসবপুর	জুন ২০১৪
৩০	পল্লী বিকাশ কেন্দ্র (পিবিকে)	কিশোরগঞ্জ	মিঠামইন	মিঠামইন	জানুয়ারি ২০১২
৩১	পল্লী প্রগতি সহায়ক সমিতি (পিপিএসএস)	ফরিদপুর	সদর	মাচ্চর	জানুয়ারি ২০১৫
			আলফাডাঙ্গা	বানা	জানুয়ারি ২০১৮

ক্রম	সংস্থার নাম	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	কর্মসূচির সূচনা
৩২	পিদিম ফাউণ্ডেশন	শেরপুর	সদর	লছমনপুর	জানুয়ারি ২০১২
৩৩	পরিবার উন্নয়ন সংস্থা (এফডিএ)	ভোলা	চরফ্যাশন	আসলামপুর	জানুয়ারি ২০১২
				উমরপুর	জানুয়ারি ২০১২
৩৪	প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন	নোয়াখালী	সদর	চরমটুয়া	জানুয়ারি ২০১২
৩৫	উন্নয়ন	খুলনা	বটিয়াঘাটা	জলমা	জানুয়ারি ২০১২
			ডুমুরিয়া	ভান্ডারীপাড়া	ডিসেম্বর ২০১৪
		সাতক্ষীরা	আশাশুনি	আশাশুনি	জুলাই ২০১৭
৩৬	আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার	মাগুরা	শ্রীপুর	কাদিরপাড়া	জুন ২০১৩
		যশোর	বাঘারপাড়া	নারিকেলবাড়িয়া	জুন ২০১৪
৩৭	কারসা ফাউন্ডেশন	বরিশাল	বাবুগঞ্জ	আগরপুর	জুন ২০১৩
৩৮	ঘাসফুল	চট্টগ্রাম	হাটহাজারী	মেখল	জুন ২০১৩
				গুমান মর্দ্দন	জানুয়ারি ২০১৫
৩৯	মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)	নীলফামারী	সৈয়দপুর	বাঙালীপুর	জুন ২০১৩
৪০	ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)	পাবনা	বেড়া	চাকলা	জুন ২০১৩
		নাটোর	গুরুদাসপুর	মুর্শিদা	জুন ২০১৪
৪১	পাতাকুঁড়ি সোসাইটি	মৌলভীবাজার	শ্রীমঙ্গল	সাতগাঁও	জুন ২০১৩
৪২	প্রত্যাশী	কক্সবাজার	মহেশখালী	কালারমারছড়া	জুন ২০১৩
		চট্টগ্রাম	পটিয়া	হাবিলাস দ্বীপ	জুন ২০১৪
			বোয়ালখালী	চারণদ্বীপ	ডিসেম্বর ২০১৪
৪৩	সাজেদা ফাউন্ডেশন	জামালপুর	বকশিগঞ্জ	বাট্টাজোড়	জুন ২০১৩
৪৪	এ্যাকশন ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এ্যাডো)	কুষ্টিয়া	ভেড়ামারা	জুনিয়াদহ	জুন ২০১৪
৪৫	এহেড সোসাল অর্গানাইজেশন (এসো)	জয়পুরহাট	ক্ষেতলাল	বড়তারা	জুন ২০১৪
৪৬	অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এডিআই)	নড়াইল	সদর	হবখালী	জুন ২০১৪
৪৭	অন্তর সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট	ফেনী	সোনাগাজী	নবাবপুর	জুন ২০১৪
৪৮	আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	ময়মনসিংহ	ভালুকা	হবিরবাড়ি	জুন ২০১৪
৪৯	এসোসিয়েশন ফর রিনোভেশন অফ কমিউনিটি হেলথ এডুকেশন সার্ভিসেস (আরচেস)	সিরাজগঞ্জ	কাজিপুর	মাইজবাড়ি	জুন ২০১৪
৫০	এসোসিয়েশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট ইন বাংলাদেশ (আরব)	ঢাকা	দোহার	নারিশা	জুন ২০১৪
		ফরিদপুর	সদরপুর	নারিকেলবাড়িয়া	জানুয়ারি ২০১৮
৫১	বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন (বিকেএফ)	যশোর	মনিরামপুর	নিহালপুর	জুন ২০১৪
৫২	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সোসাল এ্যাডভান্সমেন্ট (বাসা)	গাজীপুর	কাপাসিয়া	দুর্গাপুর	জুন ২০১৪
				রায়েদ	জানুয়ারি ২০১৮
৫৩	বেডো	নওগাঁ	নওগাঁ সদর	বোয়ালিয়া	ডিসেম্বর ২০১৫
		বগুড়া	আদমদীঘি	ছাতিয়ানগ্রাম	জুন ২০১৪
৫৪	বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ)	ঢাকা	নওয়াবগঞ্জ	নয়নশ্রী	জুন ২০১৪
৫৫	বাস্তব ইনিশিয়েটিভ ফর পিপলস সেল্‌ফ ডেভেলপমেন্ট	কক্সবাজার	পেকুয়া	শীলখালী	জুন ২০১৪

ক্রম	সংস্থার নাম	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	কর্মসূচির সূচনা
৫৬	সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্রাকটিসেস (সিদিপ)	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	কশবা	মূলগ্রাম	জুন ২০১৪
			নবীনগর	রতনপুর	জানুয়ারি ২০১৮
৫৭	সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেডেট প্রোগ্রাম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিআইপিডি)	রাঙামাটি	সদর	সাপছড়ি	জুন ২০১৪
৫৮	কোস্টাল এসোসিয়েশন ফর সোসাল ট্রান্সফরমেশন ট্রাস্ট (কোস্ট ট্রাস্ট)	কক্সবাজার	কুতুবদিয়া	উত্তর ধুরং	জুন ২০১৪
৫৯	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক)	ঝালকাঠি	নলছিটি	কুলকাঠি	জুন ২০১৪
		বাগেরহাট	চিতলমারী	সন্তোষপুর	জানুয়ারি ২০১৮
৬০	কনসার্ন ফর এনভায়রনমেন্ট ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিসার্চ (সিডার)	নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার	বিশনন্দী	জুন ২০১৪
৬১	৬১ ডাক দিয়ে যাই	পিরোজপুর	সদর	সিকদার মলিক	জুন ২০১৪
				দূর্গাপুর	নভেম্বর ২০১৭
				কলাখালী	নভেম্বর ২০১৭
				টোনা	নভেম্বর ২০১৭
৬২	দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা	কুষ্টিয়া	মিরপুর	বাড়ইপাড়া	জুন ২০১৪
				মালিহাদ	জানুয়ারি ২০১৫
			সদর	বারখাদা	ডিসেম্বর ২০১৪
৬৩	ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অফ দ্যা রুরাল পুয়র (ডরপ)	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	রাজাপুর	জুন ২০১৪
৬৪	ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)	নরসিংদী	মনোহরদী	সুকুন্দি	জুন ২০১৪
৬৫	দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা (ডিইউএস)	নোয়াখালী	হাতিয়া	নিঝুমদ্বীপ	জুন ২০১৪
			কবিরহাট	ধানসিঁড়ি	জানুয়ারি ২০১৫
			হাতিয়া	চানন্দি	মার্চ ২০১৭
৬৬	ইনডেভার এনশিওর ডেভেলপমেন্ট এ্যাকটিভিটিস ফর ভার্নারেবল আন্ডারপ্রিভিলেজ রুরাল পিপল	হবিগঞ্জ	নবিগঞ্জ	খরগাঁও	জুন ২০১৪
৬৭	ফেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ (এফআইভিডিবি)	সুনামগঞ্জ	ছাতক	শৈলা আফজালাবাদ	জুন ২০১৪
		সিলেট	সদর	হাটখোলা	জানুয়ারি ২০১৫
৬৮	গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা (জিইউপি)	মাদারীপুর	রাজৈর	খালিয়া	জুন ২০১৪
৬৯	গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)	দিনাজপুর	পার্বতীপুর	হরিরামপুর	জুন ২০১৪
			বিরামপুর	জোতবানী	জানুয়ারি ২০১৮
৭০	গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস)	ভোলা	বোরহানউদ্দিন	গংগাপুর	জুন ২০১৪
৭১	ইন্ট্রিগ্রেটেড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (আইসিডিএ)	বরিশাল	মুলাদি	কাজির চর	জুন ২০১৪
৭২	জয়পুরহাট রুরাল ডেভেলপমেন্ট মুভমেন্ট (জেআরডিএম)	নওগাঁ	বদলগাছি	কোলা	জুন ২০১৪
৭৩	কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা (কেকেএস)	রাজবাড়ি	গোয়ালন্দ	দৌলতদিয়া	জুন ২০১৪
			রাজবাড়ি সদর	খানখানাপুর	জানুয়ারি ২০১৮
৭৪	কুষ্টিয়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (কেপিইউএস)	কুষ্টিয়া	খোকশা	আমবাড়িয়া	জুন ২০১৪
৭৫	মমতা	চট্টগ্রাম	চন্দনাইশ	বরকল	জুন ২০১৪
			হাটহাজারী	গড়দুয়ারা	নভেম্বর ২০১৭
				উত্তর মাদার্শা	নভেম্বর ২০১৭

ক্রম	সংস্থার নাম	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	কর্মসূচির সূচনা
৭৬	মৌসুমী	নওগাঁ	মহাদেবপুর	চেরাগপুর	জুন ২০১৪
৭৭	মুক্তি কক্সবাজার	কক্সবাজার	সদর	চৌফলাডাঙ্গা	জুন ২০১৪
৭৮	নবলোক পরিষদ	বাগেরহাট	ফকিরহাট	মূলঘর	জুন ২০১৪
৭৯	নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)	শরীয়তপুর	ভেদরগঞ্জ	চর সেনসাস	ডিসেম্বর ২০১৪
			নড়িয়া	নওপাড়া	জুন ২০১৪
৮০	নিউ এরা ফাউন্ডেশন	নাটোর	লালপুর	দুয়ারিয়া	জুন ২০১৪
		পাবনা	ঈশ্বরদী	ছলিমপুর	মে ২০১০
৮১	অর্গানাইজেশন ফর দ্যা পুওর কমিউনিটি এ্যাডভান্সমেন্ট (অপকা)	চট্টগ্রাম	মিরসরাই	করের হাট	মে ২০১০
৮২	অর্গানাইজেশন ফর সোসাল এ্যাডভান্সমেন্ট এন্ড কালচারাল একটিভিটিজ (ওসাকা)	পাবনা	ঈশ্বরদী	শাহপুর	জুন ২০১৪
৮৩	পাবনা প্রতিশ্রুতি	পাবনা	সদর	দোগাছি	জুন ২০১৪
৮৪	পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার	চাঁদপুর	মতলব (দক্ষিণ)	খাদেরগাঁও	জুন ২০১৪
৮৫	পলাশিপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)	মেহেরপুর	মুজিবনগর	মোনাখালী	জুন ২০১৪
			গাংনী	তেঁতুলবাড়িয়া	জানুয়ারি ২০১৮
৮৬	পল্লী মঙ্গল কর্মসূচি (পিএমকে)	নারায়ণগঞ্জ	রপগঞ্জ	গোলকান্দি	জুন ২০১৪
৮৭	পল্লী প্রগতি সমিতি	পটুয়াখালী	সদর	জৈনকাঠি	জুন ২০১৪
৮৮	পল্লী শিশু ফাউন্ডেশন অফ বাংলাদেশ	নওগাঁ	মান্দা	গণেশপুর	জুন ২০১৪
৮৯	পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)	কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ	জাফরাবাদ	ডিসেম্বর ২০১৫
		কিশোরগঞ্জ	ভৈরব	শিবপুর	জুন ২০১৪
৯০	পল্লী শ্রী, দিনাজপুর	দিনাজপুর	বিরল	ফরাক্কাবাদ	জুন ২০১৪
				রাজারামপুর	জুন ২০১৪
৯১	প্রোগ্রাম ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (পিসিডি)	পাবনা	চাটমোহর	গুনাইগাছা	জুন ২০১৪
৯২	আরডিআরএস-বাংলাদেশ	পঞ্চগড়	তেঁতুলিয়া	ভজনপুর	জুন ২০১৪
			দেবীগঞ্জ	দেবীডোবা	জুন ২০১৪
		কুড়িগ্রাম	নাগেশ্বরী	বেরুবাড়ী	জানুয়ারি ২০১৮
৯৩	রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)	মুন্সিগঞ্জ	টঙ্গীবাড়ি	আড়িয়াল	জুন ২০১৪
		পিরোজপুর	সদর	কদমতলা	নভেম্বর ২০১৭
				শরিকতলা	নভেম্বর ২০১৭
				শংকরপাশা	নভেম্বর ২০১৭
		মুন্সিগঞ্জ	শ্রীনগর	রাঢ়ীখাল	জানুয়ারি ২০১৮
			টঙ্গীবাড়ি	বালিগাঁও	জুন ২০১৪
		গোপালগঞ্জ	টুঙ্গীপাড়া	কুশলী	মে ২০১০
৯৪	রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস)	শেরপুর	নালিতাবাড়ি	মরিচপুরাণ	জুন ২০১৪
৯৫	রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)	খুলনা	পাইকগাছা	গদাইপুর	জুন ২০১৪
		চুয়াডাঙ্গা	জীবননগর	হাসাদাহ	নভেম্বর ২০১৭
				আব্দুলবাড়িয়া	মে ২০১০

ক্রম	সংস্থার নাম	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	কর্মসূচির সূচনা
৯৫	রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)	চুয়াডাঙ্গা	জীবননগর	রায়পুর	নভেম্বর ২০১৭
৯৬	সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (এসএসইউএস)	নোয়াখালী	কোম্পানীগঞ্জ	চর এলাহী	জুন ২০১৪
			সুবর্ণচর	চর আমানউল্যাহ	জানুয়ারি ২০১৮
৯৭	সমাধান	যশোর	কেশবপুর	পাঁজিয়া	জুন ২০১৪
৯৮	সামাজিক সেবা সংগঠন (এসএসএস)	টাঙ্গাইল	কালিহাতি	সহদেবপুর	জুন ২০১৪
৯৯	সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (সাস)	সাতক্ষীরা	দেবহাটা	সখিপুর	জুন ২০১৪
১০০	শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা	রাজশাহী	তানোর	কামারগাঁ	জুন ২০১৪
১০১	শতফুল-বাংলাদেশ	রাজশাহী	পুটিয়া	বানেশ্বর	ডিসেম্বর ২০১৫
			বাগমারা	গনিপুর	জুন ২০১৪
			মোহনপুর	জাহানাবাদ	জানুয়ারি ২০১৮
১০২	শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন (এসএনএফ)	ঝিনাইদহ	কোটচাঁদপুর	এলাঙ্গী	জুন ২০১৪
১০৩	সোশ্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট থ্রু ইউনিটি (সেতু)	টাঙ্গাইল	মধুপুর	গোলাবাড়ি	জুন ২০১৪
১০৪	সোশ্যাল আপলিফ্টমেন্ট সোসাইটি (সাস)	নরসিংদী	শিবপুর	আইয়ুবপুর	জুন ২০১৪
১০৫	সোসাইটি ফর প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন রিসোস ইভ্যালুয়েশন এন্ড ট্রেনিং (সোপিরেট)	লক্ষ্মীপুর	রামগঞ্জ	নোয়াগাঁও	জুন ২০১৪
			লক্ষ্মীপুর সদর	লাহারকান্দি	জানুয়ারি ২০১৮
১০৬	সৃজনী বাংলাদেশ	ঝিনাইদহ	মহেশপুর	ঘুগরী পাড়াপাড়া	জুন ২০১৪
১০৭	সূচনা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	পঞ্চগড়	বোদা	বোদা	জুন ২০১৪
১০৮	উত্তরা ডেভেলপমেন্ট প্রোগাম সোসাইটি (ইউডিপিএস)	সিরাজগঞ্জ	রায়গঞ্জ	চান্দাইকোনা	জুন ২০১৪
১০৯	ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)	কুমিল্লা	মনোহরগঞ্জ	লক্ষণপুর	জুন ২০১৪
১১০	মুক্তিপথ উন্নয়ন কেন্দ্র	চট্টগ্রাম	রাউজান	হলদিয়া	ডিসেম্বর ২০১৫
১১১	স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি	নেত্রকোনা	সদর	সিংহের বাংলা	মার্চ ২০১৭
১১২	এসোসিয়েশন ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড পিপল (আপ)	চাঁদপুর	মতলব (উত্তর)	বাগানবাড়ি	জানুয়ারি ২০১৮
১১৩	দাবী- মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা	নওগাঁ	বদলগাছি	বিলাশ বাড়ি	জানুয়ারি ২০১৮
১১৪	সমকাল -সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	রংপুর	পীরগঞ্জ	পাঁচগাছি	জানুয়ারি ২০১৮
১১৫	সেলফ হেলপ এন্ড রিহেবিলিটেশন প্রোগ্রাম (শার্প)	নীলফামারী	সৈয়দপুর	বোলতাগাড়ি	জানুয়ারি ২০১৮
১১৬	শক্তি ফাউন্ডেশন	কুমিল্লা	তিতাস	মজিদপুর	জানুয়ারি ২০১৮
	সর্বমোট	**৬৪**	**১৬৫**	**২০২**	

সমৃদ্ধি ইউনিট
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
৮৮০-২-৯১২৬২৪০-৩, ৮৮০-২-৯১৪০০৫৬-৯ ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
pksf@pksf-bd.org facebook.com/pksf.org
www.pksf-bd.org